দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 1

082

পাঠাগারটি চালু হচ্ছে না কেন ?

পিরোজপুর জেলার সর্বদক্ষিণে একটি অবহেলিত উপজেলা মঠবাড়িয়া। সাধারণ জনগণের জ্ঞান পিপাসার জন্যে একটি পাবলিক লাইব্রেরী এতদঞ্চলের অনেকদিনের আকাংখা সেজন্যে মঠবাড়িয়া খাসমহল লতিফ ইনষ্টিটিউশনের শহীদ মোস্তফা খেলার মাঠের পূর্ব পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে পাঠাগারটি। দোতলা এই সুদৃশ্য পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই নামকরণ করা হয় 'শেরে বাংলা পাঠাগার'। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরেও স্থানীয় উপজেলা কর্তৃপক্ষ এটি চালু করা থেকে নীরব রয়েছেন।

তাই, এ ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি এবং সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন—কেন পাঠাগারটি চালু হচ্ছে না সে ব্যাপারে তদন্ত করা হোক এবং পাঠাগারটি বই পুস্তকে সমৃদ্ধ করা হোক।

আবদুল আহাদ,
১৪০৬, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
ছাত্রাবাস, বরিশাল।

বাংলায় উচ্চ শিক্ষার বই

ফেব্রুয়ারী মাস এক বছরের জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি দরদভরা বুলিরও অবসান হয়েছে বছর খানেকের জন্য। বাংলা ও ইংরেজীতে অধ্যয়নের পক্ষে বিপক্ষে অনেক বিতর্ক হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাদের সিলেবাসভুক্ত বই বাংলায় প্রণয়নের প্রস্তাব রেখেছেন। আমরা তাদের এই প্রস্তাবকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি।

বাংলা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা নয়। হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বিবেচিত। অথচ সেদেশেই বাংলায় চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার জটিল বইসমূহ প্রণীত হচ্ছে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণই শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী। তাদের উচ্চ শিক্ষার সহায়তার জন্য রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় এ্যানাটমী (শারীর স্থান), হিস্টোলজী (তন্তুবিজ্ঞান), সম্মান শ্রেণীর বিভিন্ন বই প্রণীত হয়েছে। আর ঐ সকল প্রয়োজনীয় বই বাংলাদেশে আসছে, আর আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্ররা চড়া দামে কিনছি। কারণ আমাদের দেশে এ সকল বই প্রকাশিত হয়নি। অথচ আমাদেরই উচিত ছিল বাংলায় বই প্রণয়ন তাদের আগে করার। কারণ আমরা বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বই আজো বাংলায় প্রণীত হয়নি। গ্রন্থাগারে ইংরেজী বইয়ের হিড়িক। প্রায় দুই লক্ষ বইয়ের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার বই আছে বাংলায়। ফলে ছাত্ররা অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগারে যায় না। স্যারদের দেয়া নোটই তাদের একমাত্র সম্বল। নোট গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার খাতায় বমি করাই একমাত্র উপায়।

অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলায় বই প্রণয়ন করতে পারছেন না। শিক্ষকরাও বাংলায় বই লিখতে উৎসাহিত হচ্ছেন না—কারণ তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তদুপরি বাংলা একাডেমীও নাকি অর্থাভাবেই বই ছাপাতে পারছে না।

আমরা আর বাংলা একাডেমী বা অন্যান্য সংস্থার নিকট দারস্থ হতে চাই না। আমরা চাই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে মোটা অংকের মঞ্জুরি দেয়া হোক। বাংলা পুস্তক প্রণয়নের সমস্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন বলে প্রত্যাশা রাখছি।

মোঃ আরিফুর রহমান মজুমদার
১২১/সি, শামসুল হক হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।